সকালে থানার মোড়ের জলযোগ থেকে লুচি-তরকারি দিয়ে নাস্তা করে শুরু করতে পারেন।(যদিও এটা স্ট্রিট ফুড এর বাইরে)।

তারপর ১১/১১২ টার দিকে পৌর কমিউনিটির সামনে থেকে এক টাকার সিংগাড়া টা একটু চেখে দেখতে পারেন।

আর ঝালের পর যেহেতু একটু মিষ্টি মুখ করতে হয় সেজন্য বেস্ট অপশন হলো দড়াটানা মোড়ের সিদ্দিক বেকারির সামনে থেকে শাহী জিলাপি 😋😋।

তারপর দুপুরে যদি কবজি ডুবিয়ে ভোজন বিলাস করতেই চান তাহলে একটু তারাতারি চলে যেতে পারেন "নাজমা হোটেলে"। গরুর কালা ভুনা দিয়ে এক প্লেট ভাত মারতেই পারেন।আশা করি কষ্ট ব্যর্থ হবে না।

এরপর রেস্ট কোথায় নিবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

মুটামুটি ৪ টাই বের হবেন, ধর্মতলা থেকে ভেকুটিয়া চলে যাবেন গ্রামের ভিতরে, একটু গ্রাম্য ফ্লেবার পাবেন সাথে, শীল- পাটায় বাটা ডালের বড়া পাবেন মাত্র ২ টা পিচ( এক দম লাস্ট দোকান টা, মার্কেট পাওয়াই আরও ২/১ টা হয়ছে)।

সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন ধর্মতলা।এখানে কাকির চা-টা না খেলে সন্ধ্যা টা কেমন যেন অপূর্ণ থেকে যাবে।

তারপর সোজা দড়াটানা মোড়।

সিদ্দিক বেকারির সামনে থেকে সিদ্ধ ছোলা মাখা দিয়ে শুরু করুন, তারপর ১০ টাকার বার্গার (যদিও এটা আমি সাজেস্ট করবো না), তারপর চলে যাবেন লাল দিঘির পাড়ে, বিএনপি পার্টি অফিসের পাসেই খাসির চপ, মাত্র ১০ টাকা। এটা ছাড়া যশোরের স্ট্রিট ফুড অপূর্ণ।

তারপর আসতে পারেন চিত্রা মোড়ে, আইএফআইসি ব্যাংক এর নিচে হালিম খেতে। চটপটিও পাবেন কিন্তু যদি চটপটি ট্রাই করতে চান তাহলে বলবো দড়াটানা ব্রিজ এর ওখানে চলে যেতে, আকবর মামার চটপটি।

এবার আপনি অভিযান শেষ করতে পারেন।

আর ভেকুটিয়া একটু দূরে বলে যদি না যেতে চান তাহলে তার বদলে৷ "আইডিয়া পিঠা পার্ক" যেতে পারেন।পরিবেশ টা সুন্দর, হরেক রকম এর পিঠা পাবেন। এটা খরকি পীরবাড়ি মসজিদ যেতে রেল লাইন ক্রস করে ডান হাতে।

আপনার যাত্রা শুভ হোক।